শান্তি কমিটির নতুন নামকরণ

গত বুধবার শান্তি কমিটি নামে পরিচিত নাগরিক শান্তি কমিটির এক সভায় সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে এই কমিটির কাজের আওতায় আনা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত এই খবরে বলা হয় যে, কমিটি প্রয়োজন মতো আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। জনসাধারণ যাতে দ্রুত প্রদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য তাদের পেশার কাজ শুরু করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি প্রদেশে সত্বর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

কমিটি তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের কাজ দ্রুত ও যথোপযুক্তভাবে চালিয়ে যাওয়ার ও তাদের নীতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করেছে: — ১। আহবায়ক সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দিন ২। জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম ৩। অধ্যাপক গোলাম আজম ৪। জনাব মাহমুদ আলী ৫। জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ৬। মওলানা সিদ্দিক আহমদ ৭। জনাব আবুল কাসেম ৮। জনাব মোহন মিয়া ৯। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ১০। জনাব আবদুল মতিন ১১। অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ১২। ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন ১৩। পীর মহসীন উদ্দিন ১৪। জনাব এ এস এম সোলায়মান ১৫। জনাব এ কে রফিকুল হোসেন ১৬। জনাব নুরুজ্জামান ১৭। জনাব আতাউল হক খান ১৮। জনাব তোয়াহা বিন হাবিব ১৯। মেজর আফসারউদ্দিন ২০। দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী ২১। হাকিম ইরতেয়াজুর রহমান।

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৭১।

নুরুল আমিনের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

গতকাল শুক্রবার ঢাকা থেকে এপিপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জনাব নুরুল আমিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটির একটি প্রতিনিধিদল গবর্ণর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর লে: জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শান্তি কমিটির সদস্যগণ নাগরিকদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তৎসম্পর্কে গবর্ণরকে অবহিত করেন। তাঁরা জনসাধারণ যে কতিপয় অসুবিধা ভোগ করছে তৎপ্রতিও গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনাকালে কমিটির সদস্যরা গবর্ণরকে জানান যে, জনসাধারণ ভারতের কুমতলব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে।

গবর্ণর শান্তিকমিটির সদস্যদের আশ্বাস দেন যে, জনগণের প্রকৃত সমস্যার উপর লক্ষ্য রাখা হবে এবং অনতিবিলম্বে প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে ছিলেন জনাব এম কে খয়েরউদ্দীন, আহবায়ক জনাব এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, এ এস এম সোলায়মান, এ কে রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, তোয়াহা বিন হাবিব, মেজর আফসারুদ্দিন, হেকিম ইরতেয়াজুর রহমান খান আখুনজাদা।

MMR JALAL

—দৈনিক পাকিস্তান, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

গভর্ণরের সাথে শান্তি কমিটির সদস্যদের সাক্ষাৎ

জনগণ দেশের সংহতি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় জনাব নূরুল আমিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল গভর্ণর ভবনে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করে।

এ পি পি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পরিস্থিতি পুনরায় স্বাভাবিকীকরণ এবং জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে শান্তি কমিটির উদ্যোগে যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে প্রতিনিধিদল গভর্ণরকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁরা জনসাধারণের কতিপয় অসুবিধা সম্পর্কেও গভর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আলোচনা চলাকালে শান্তি কমিটির সদস্যরা গভর্ণরকে জানান যে, জনসাধারণ ভারতের হীন চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং তারা পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে রয়েছে।

গভর্ণর সদস্যগণকে জনসাধারণের বিভিন্ন প্রকৃত সমস্যা পর্যালোচনা ও সে সব সমাধানের উদ্দেশ্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

শান্তি কমিটির যে সব সদস্য গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা হলেন সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দীন (আহবায়ক), জনাব এ. কিউ. এম. শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, জনাব মোহন মিয়া, মওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মাসুম,জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, জনাব এ. এস. এম. সুলায়মান, জনাব এ. কে. রফিকুল হোসেন, জনাব নূরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, জনাব তোহা-বিন হাবিব, মেজর আফসার উদ্দীন ও হাকিম ইরতেজাউর রহমান খান।

MMR JALAL

দৈনিক সংগ্রাম : ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ : ৩ বৈশাখ ১৩৭৮

Tikka Khan with Nurul Amin and Ghulam Azam at the meeting that led to the formation of the Peace Committee.

Photo : *Dainik Purbodesh*, April 6, 1971.